আলমডাঙ্গায় হাসান কাদির গনুর নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার ৭ নং ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের উদ্যোগে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৯ টার দিকে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাঠ পাড়ায় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

অনুষ্ঠানে হাসান কাদির গনু বলেন, পৌর নির্বাচনের আর সময় নেই। আপনারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন মাঠে কাজ করতে হবে। ইতোপূর্বে পৌরসভায় দায়িত্ব নিয়ে রাস্তা, ড্রেন, সাপ্লাই পানিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ চলমান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা প্রতীক দিয়েছে। এই নৌকা আমার একার নয়, আপনাদের সকলের।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক কাজি রবিউল হক, ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ ঠান্ডু, সোহেল রানা শাহিন, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, হারদি কলেজের প্রফেসর জান্টু, মুরগি ব্যবসায়ী রাব্বি, মোস্তাক, ৭ নং ওয়ার্ড গোবিন্দপুর মাঠপাড়া গ্রামের মন্ডল আবুল কাসেম, স্কুলের শিক্ষক ঠান্টু, প্রবাসী সাইদুল প্রমুখ।

ভেড়ামারায় ১০০টি গৃহহীন পরিবার পেলেন ঘরসহ জমি

আশ্রয় অধিকার শেখ হাসিনার অঙ্গীকার এই স্লোগানে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ১০০টি গৃহহীন পরিবার পেলেন ঘরসহ জমি। সারাদেশে একযোগে

আনুষ্ঠানিকভাবে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে গৃহহীনদের প্রধানমন্ত্রীর ঘর প্রদানের উদ্বোধন করা হয়।

এই উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকাল দশটার দিকে উপজেলা কনফারেন্স রুমে এক বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয়।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃনাল কান্তি দে।

এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বুলবুল হাসান পিপুল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দোনেশিয়া খাতুন, ভেড়ামারা পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ শামিমুল ইসলাম ছানা, নব-নির্বাচিত পৌর মেয়র আনোয়ারুল কবির টুটুল, ভেড়ামারা থানার (ভারপ্রাপ্ত) অফিসার ইনচার্জ মোঃ জহুরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, উপজেলা জাসদের সভাপতি ইমদাদুল ইসলাম আতা, সাধারণ সম্পাদক এস.এম. আনসার আলী ও সার্ভেয়ার জহুরুল ইসলামসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ, আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভেড়ামারায় ঘর এবং জমি পেয়ে ১০০টি পরিবারের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এ সময় তারা শেখ হাসিনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে দোয়া করেন।

দৌলতপুরে বিড়ি কারখানা চালু করতে গড়িমসি

দৌলতপুরে মালিকপক্ষের গড়িমসির কারণে বন্ধ হোসেনাবাদ আকিজ বিড়ি কারখানা চালুর বিষয়টি অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। এনিয়ে আকিজ বিড়ি কারখানার শ্রমিকরা কয়েক দফা দৌলতপুর উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসেছেন।

তবে বিড়ি কারখানা কবে চালু হবে সে বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারেননি

তারা। ফলে আকিজি বিড়ি কারখানার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক কর্মহীন অবস্থায় মানবেতর দিন যাপন করছেন।

আকিজ বিড়ি কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা জানান, আকিজ বিড়ি কারখানায় কাজ করে দিনাতিপাত করতে হয়। বিড়ি কারখানায় কাজ করার কারণে অন্য কোথাও কাজও করতে পারিনা। তাই বিড়ি কারখানা বন্ধ থাকলে না খেয়ে থাকতে হয়। অবিলম্বে বিড়ি কারখানা চালু দাবি জানান তারা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শারমিন আক্তার বলেন, এমপি স্যার আকিজ বিড়ি কারখানার মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা রয়েছে। বর্তমানে তিনি দেশের বাইরে রয়েছেন, দেশে ফিরলেই বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

অপরদিকে হোসেনাবাদ আকিজ বিড়ি কারখানা চালুতে গড়িমসির কারণে শ্রমিকরা আজ ফের আন্দোলনে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন।

চাকুরী প্রত্যাশী শিক্ষার্থীকে বই উপহার দিলেন পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা

বাংলাদেশ পুলিশ পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি দেশের যেকোন জরুরী পরিসেবা এবং সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে মানুষের পাশে থেকেছে। অত্র জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম অসহায়, দরিদ্র, মানুষের কল্যাণে সর্বদা পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত।

তেমনি ভাবে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমে পাশে থেকেছেন সর্বদা। গত ১৮.০১.২০২১ খ্রি. একজন চাকুরী প্রত্যাশী শিক্ষার্থী মোঃ হাসানুজ্জামান হাসান, সাং-কালিভান্ডারদহ, থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারকে ফোনের মাধ্যমে জানান তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন

করেছেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে এমএ চলমান।

করোনা কালীন সংকটের কারণে দীর্ঘদিন বাড়ীতে অবস্থান করায় আর্থিক অসচ্ছলতা পড়েছেন। তিনি বর্তমানে চাকুরীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রতিযোগীতামূলক চাকুরীর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের জন্য তার কিছু বইয়ের প্রয়োজন।

পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা তার নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে অদ্য ২৩.০১.২০২১ খ্রি. বেলা অনুমান ১১.১৫ ঘটিকার সময় পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা এর কার্যালয় অফিসক্ষে ডেকে তাকে তার প্রয়োজনীয় বই প্রদান করেন।

মোঃ হাসানুজ্জামান হাসান বইগুলো পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পুলিশ সুপার ও তার পরিবারের সদস্যদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সু-স্বাস্থ্য কামনা করেন। তার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। পরবর্তী জীবনে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার মত মহৎ অফিসার হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসের কম্পিউটার অপারেটর মামুনের বিরুদ্ধে ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসের কম্পিউটার অপারেটর মামুনের বিরুদ্ধে খারিজের টাকা ফেরৎ চাওয়ায় মারপিটের অভিযোগ উঠেছে।

মারধরের ঘটনাটি গতকাল শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে পৌর এলাকার সোহাগ মোড়ে ঘটেছে।

এ মারপিটের ঘটনায় আপোশ-মীমাংসার জন্য তৎপর হয়ে পড়েছে কম্পিউটার অপারেটর মামুন। আজ রবিবার সন্ধ্যায় মীমাংসা হবে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের মামুন দীর্ঘদিন যাবৎ মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত আছে।

এ সুযোগে জমি খারিজের নামে কম্পিউটার অপারেটর মামুন গত ২ বছর পূর্বে এনায়েতপুর গ্রামের মনিরুদ্দিনের ছেলে আব্বাসের নিকট থেকে ১৪ হাজার টাকা নেয়।

গত ২ বছর পার হলেও আব্বাসে জমি খারিজ করতে অপারগতা স্বীকার করে মামুন। কিন্তু জমি খারিজ না করতে পারলেও ১৪ হাজার টাকাও আব্বাস ফেরৎ দেয় না।

বিভিন্ন সময় আব্বাস মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসে গিয়ে তার টাকা ফেরৎ চাইলেও তাকে টাকা ফেরৎ দিবে দীর্ঘদিন আশ্বস্ত দেয়। ইতোমধ্যে কম্পিউটার অপারেটর মামুনের সাথে আব্বাস যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তা বৃথা হয়।

গতকাল শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে আব্বাস এনায়েতপুর থেকে আলমডাঙ্গা বাজারে আসছিলো। চলন্ত অবস্থায় পৌর এলাকার সোহাগ মোড়ে মামুনের ভাড়া বাড়ির সামনে দেখা হয়।
আব্বাস মামুনের কাছে খারিজের টাকা ফেরৎ চায়। এ সময় তাদের দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে মামুন ক্ষিপ্ত হয়ে আব্বাসকে গায়ের সার্টের কলার ধরে তার বাড়ির মধ্যে নিয়ে বেধরক মারপিট করে।

এ ঘটনায় এলাকাবাসীর উপস্থিতে মারামারি ঠেকিয়ে দেয়। এই ঘটনায় আপোশ-মীমাংসার জন্য বিভিন্ন স্থানে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে কম্পিউটার অপারেটর মামুন। আজ সন্ধ্যায় মীমাংসা হবার সম্ভবনা আছে বলে সূত্র জানায়।

আলমডাঙ্গায় মুজিববর্ষে ৫০

ভূমিহীন পরিবারকে জমির দলিল ও ঘর হস্তান্তর

‘কখনও ভাবিনি নিজের নামে এক টুকরো জমি হবে। ভেবেছিলাম স্বামী- সন্তানের সংসার নিয়ে এভাবেই একদিন চলে যাব।

কিন্তু জীবনের শেষ সময়ে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া জায়গা ও ঘরের মালিক হবো এটা ভাবতেই খুশি লাগে। এমনটাই জানান ভূমিহীন ব্যক্তিরা।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে সারাদেশে ভূমিহীন ব্যক্তিদের নিকট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় জমি ও ঘর হস্তান্তরের।
এরপরই আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৫০ টি ভূমিহীন ব্যক্তিদের নিকট জমির দলিল ও ঘর হস্তান্তর কার্যক্রম চলে।

অনুষ্টানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়নকবির, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী, সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হরকের উপস্থাপনায়, অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকছুরা জান্নাত, বিআরডিবি কর্মকর্তা সায়লা শারমীন, সমবায় কর্মকর্তা মজিবর রহমান, মৎস সম্প্রসারণ করামকর্তা আব্দুল মালেক, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, প্রেস ক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, কাউছার আহম্মদ বাবলু, নুরুল ইসলাম নুরু, নজরুল ইসলাম, মাসুদ পারভেজ, মোস্তাফিজুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, আবু সাইদ পিন্টু, তরিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দ।

স্বপ্ন পূরণ হলো আশ্রয়হীনের

বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই যুগান্তকারী ইচ্ছার প্রতিফলন দেখছে সারা দেশের মানুষ। ‘আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার’ এই শ্লোগানে সারা দেশে এক যোগে ৬৬ হাজার ১৮৯ টি পরিবারকে এক খণ্ড জমিগৃহ প্রদান কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা অডিটোরিয়ামে গৃহহীনদের মাঝে ঘরের চাবি, দলিলসহ ঘরটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সুবিধা ভোগিদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব নতুন ঘরের চাবি তুলে দেন জেলা প্রশাসক মো.আসলাম হোসেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এজন্য আমরা গর্বিত। তার মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলো বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী দেশের গৃহহীন-ভূমিহীনদেরকে বিনামূল্যে বসতঘর নির্মাণ করে দিচ্ছেন। এটি সত্যি অসহায়দের জন্য বড় পাওয়া।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিনসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের গৃহদান প্রকল্পে কুষ্টিয়ায় সর্বমোট ৩৩৮ ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।
ইতোমধ্যে ১৫৭ টি ঘর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ১৮১ টি ঘর নির্মাণের কাজ চলমান এবং পর্যায়ক্রমে বাকি গুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হবে । এ জেলায় সর্বমোট ৩৩৮ ঘর নির্মাণ হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

ঘন কুয়াশা: আলমডাঙ্গার গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন

মাঘের শুরু থেকে বেড়েছে শীতের তীব্রতা। শীত বাড়ার সাথে সাথে বেড়েছে ঘন কুয়াশা। সন্ধ্যার পর থেকে কুয়াশা যেন চারিদিক ঘিরে ফেলছে। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় মাঠ-ঘাট, সড়ক-মহাসড়কসহ গোটা এলাকা।

আর এমন তীব্র ঘন কুয়াশায় চুয়াডাঙ্গা -কুষ্টিয়া এবং আলমডাঙ্গা- চুয়াডাঙ্গা সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন।

গত দুই দিন ধরে ঘন কুয়াশার কারণে ব্যস্ততম সড়কগুলো স্থবির হয়ে পড়েছে যান চলাচল।

গত শুক্রবার রাত ১১টার পর থেকে হঠাৎ করে বেড়েছে কুয়াশার তীব্রতা। ঘন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে মহাসড়কের চারপাশ।

ফলে সড়ককে সব ধরনের যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। সেই সঙ্গে দেখা গিয়েছে দুর্ঘটনার শঙ্কা।

গতকাল শনিবার সকাল ১১টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা অংশে সূর্যের দেখা মেলেনি। রাত গড়িয়ে সকাল হলেও ঘন কুয়াশায় বুঝার উপায় ছিল না, দিন আর রাতের পার্থক্য।

বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের যেসব এলাকায় গাছপালা নেই বা আশপাশে বাড়ি-ঘর নেই সেসব নির্জন জায়গাগুলোতে কুয়াশার তীব্রতা বেশি দেখা যায়।

এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা শহরের সড়কের পাশে বড় জলাশয়গুলোতে ঘন কুয়াশায় মহাসড়ক অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। সেসব এলাকাগুলোতে ফগ লাইটও কাজে আসছে না।

এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে হাইওয়ে পুলিশ কঠোর ভাবে দায়িত্ব পালন

করছে। ফাঁকা জায়গাগুলোতে কুয়াশার তীব্রতা বেশি দেখা যাচ্ছে। চালকরা তখন সড়কের আঁকা বাকা বুঝে উঠতে পারে না। অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কখনো রোড ডিভাইডারের সাথে ধাক্কা লাগছে আবার কখনো গাড়ি খাদে পড়ে যায়।

তবে এখন পর্যন্ত এ এলাকায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সভাপতি পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক বকুল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে হারদী কৃষি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ আশরাফ আলী।

প্রধান অতিথির বত্তব্যে তিনি বলেন, কৃষকলীগ কখনো ঘরে বসে থাকেনি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা করোনাকে উপেক্ষা করে কাজ করেছি। এখন কাজ করে যাচ্ছি। আমরা কৃষকের ধান কাটা কর্মসুচী পালন করেছি। দুর্যোগের সময় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি ।

আজকে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে, তখন বিএনপি-জামায়াত দেশে নানা ষড়যন্ত্র করছে। আপনারা দেখেন দেশে করোনা মহামারির সময় আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিক লীগ কাজ করেছে বলে, আজকে আমাদের লোকজন কম করোনা আক্রান্ত হয়েছে, অনেকেই মারাও গেছে, অথচ বিএনপিরা কেই ঘর থেকে বের হয়নি, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াইনি। তারা কখনোই মানুষের জন্য কাজ করেনি। ক্ষমতায় যখন ছিল শুধু লুটপাট করেছে। আমরা দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি ।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম।

এর পূর্বে নেতৃবৃন্দ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু। সম্মেলনে হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সদসৌ গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ওহিদুজ্জামান,

বিশেষ অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান চন্দন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার বজলুল করিম। উপজেলা কৃষকলীগের দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল ইসলামের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষকলীগ নেতা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা। বক্তব্য রাখেন পলাশ বিশ্বাস প্রমুখ।

সম্মেলনে তারিক হাসান পলাশকে সভাপতি ও আসাদুজ্জামান বকুলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে চাই

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা যেমন নিষ্পেষিত তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃকও অবহেলিত দলিত সম্প্রদায়। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলেও দলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে অনেক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। জন্মগত ও পেশাগত কারণেই তাদের মূল জনস্রোত থেকে আলাদা করে রেখেছে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলিত যুব সমাজের অংশগ্রহণ নাই বললেই চলে।

অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দলিত যুবসমাজ মূল ধারার সাথে তাদের সম্পৃক্ত করতে পারেনা বা সম্পৃক্ত হতে

দেওয়া হয় না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর পরিষদের মত তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি গুলোতেও দলিত যুব সমাজের কোন প্রতিনিধি থাকে না।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, শিক্ষা গ্রহণ, চাকরি বা ব্যবসাসহ স্থায়ী ভাবে বসবাসের অধিকার থাকলেও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী হয়ে বেঁচে থাকতে হয় দলিতদের। এই বৈষম্যের শিকার হয়ে দলিত যুব সমাজের মধ্যে এক ধরণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কেউ বিপথে পা বাড়াই আবার কেউ উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে। কেউ কেউ একত্র হয়ে নিজেদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে।

গাংনী উপজেলায় আছে একটি উন্নয়ন সংস্থা যার নাম ‘দলিত হরিজন উন্নয়ন সংস্থা’। সেখানে সভাপতি হিসেবে অশোক চন্দ্র বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাধন কুমার দাস নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস জানান, হরিজনদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে-দলিত হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা, অল্প শিক্ষিতদের কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া, নিরক্ষরদের বিভিন্ন হাতের কাজ সেখানো ও তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, মহিলাদের বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষা লভের সুযোগ করে দেওয়া, বাল্য বিবাহের সকল কুফল বর্ণনা ও রোধের ব্যবস্থা করা, সকলকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে সাহায্য করা, রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন রকমের সহায়তাগুলো কি এবং তা কি ভাবে কার মাধ্যমে পাওয়া যায় সে বিষয়ে ধারণা প্রদান করা, সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে স্থানীয় মেম্বর চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে সমাধানের চেষ্টা করা, অসচ্ছল ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা, শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সর্বশেষ দলিত হরিচরণ পূর্ব পুরুষদের সংস্কৃতি ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করা ও সার্বিক সহয়তা প্রদান করা।

মেহেরপুরের সুইপার কলোনির ২৮ জন যুবক একত্র হয়ে তৈরি করেছে হরিজন বালক পূজা কমিটি। অজয় বাসফোর, সঞ্জয়, জয়, রঞ্জিত, দীপক, গোপি, রনি, রানা, জনি ভূঁইমালি, বিপ্লব, প্রদীপ, শাওন সুরেন, বলবীর, কার্তিক, বিশাল, কৃষ্ণা, জুয়েলসহ একঝাঁক যুবক এই সংগঠনের

সাথে কাজ করছে। তারা অভিন্ন ভাবে জানান, এই কমিটির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন। নিজেদের মাসিক চাঁদা, বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান সংগ্রহ করে ফান্ড তৈরি করেছেন। এই ফান্ড থেকে তারা বাৎসরিক ভিত্তিতে লোন প্রদান করে থাকে। হাঁস, মুরগি, ছাগল পালন বাঁশের কাজের সাথে জড়িতদের ব্যবসায়ী উপকরণ ক্রয়সহ নানান কাজে উদ্যোক্তাদের এই ঋণ দেওয়া হয়। একই সাথে ডিজে(উঔ) ডান্স ক্লাব ও ডি (উ) স্টাইল ক্লাব নামে দুটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এর মাধ্যমে এক দিকে তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ যেমন ঘটছে তেমনি বিভিন্ন স্থানে প্রোগ্রাম করে আর্থিক ভাবেও সুবিধা পাচ্ছে।

গাংনী উপজেলার বামন্দিতে রয়েছে “বামন্দি বেদ সম্প্রদায় হস্তশিল্প সমবায় সমিতি”। হরে কৃষ্ণ আদিবাসী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নান্টু কুমারের নেতৃত্বে চলছে এই সংগঠনটি। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয় নয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েও কাজ করে সংগঠনটি। আনন্দ স্কুল পরিচালনা, মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার নিয়েও বর্তমানে কাজ চলছে।

নাগরিক সমাজের বিভিন্ন জনের মত দলিত জনগোষ্ঠীর লোকায়িত ধর্ম গুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। উচ্চবর্ণের নিপীড়ন ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। বলরাম হাড়ি’র দর্শন কে ধারণ করতে হবে। যুবসমাজ উন্নয়নের একটি বড় শক্তি তা সে যে সম্পদায়েরই হোক না কেন। তাদেরকে সকল উন্নয়ন ভাবনায় যুক্ত করতে হবে।

স্থানীয় উন্নয়ন ভাবনায় দলিত যুব সমাজের অংশ গ্রহণ প্রশ্নে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন (ধুমকেতু) বলেন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের মূল ধারার সাথে সংযুক্ত করা। একই সাথে সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। উৎপাদনের মূলধারা কৃষি কাজে দলিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে।